দৈনিক সংবাদ ৩০

তারিখ 24 DEC 1987

পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ৮ই পৌষ, ১৩৯৪

বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিন

ঢাকা এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেবার দাবী উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় দুটো দীর্ঘদিন ধরে অনির্ধারিতভাবে বন্ধ থাকায় লেখাপড়াসহ ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে নতুন করে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে তার অবসানে এই দাবী ওঠা অত্যন্ত সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। কেননা দায়িত্বশীল মহলমাত্রই চাইবেন নির্বিঘ্নে এবং নির্ধারিত সময়ে দেশের সেরা সন্তানদের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হোক।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল আকস্মিকভাবে, সম্ভবত: তৎকালীন বিরাজমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ক্ষুন্ন করে ওপরের নির্দেশে এভাবে এগুলো বন্ধ করে দেয়ায় চলমান অনেক পরীক্ষা পর্যন্ত স্থগিত হয়ে যায়। ফলে অনেক বিলম্বিত শিক্ষা জীবন প্রায় শেষ হয়েও শেষ পর্যন্ত অসমাপ্তই থেকে যায়। অন্যদেরও শিক্ষাজীবন দীর্ঘতর হয়।

শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল কিনা কিম্বা সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল কিনা সেটা সবচেয়ে ভাল বুঝবার কথা বিশ্ববিদ্যালয় বা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের। ঢাকা ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেবার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে না করা সত্ত্বেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সেগুলো বন্ধ করে দেয়া কতদূর যুক্তিসঙ্গত ছিল তা বিবেচনা করে দেখা দরকার।

দীর্ঘদিন পর এবারই প্রথম দেখা গেলো দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়া সত্বেও ক্যাম্পাসে তেমন কোন হানাহানি, বোমাবাজি হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করলেও শিক্ষাঙ্গনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ক্ষুন্ন করেনি। স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও এ জন্য শিক্ষক ও ছাত্রসমাজকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত যথার্থ ছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখা গেলো উর্ধ্বতন মহল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পর ইতিমধ্যে একমাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এমনিতেই প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় প্রতিটি শিক্ষাবর্ষ আগে থেকেই অনেক পিছিয়ে আছে। সেশন জট এত দীর্ঘ হয়েছে যে, ৩।৪ বছরের কোর্স এখন ৬।৭ বছরেও সমাপ্ত করা যাচ্ছে না। এতে অনেক গরীব ছাত্র-ছাত্রীকে মাঝপথে লেখাপড়া পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হচ্ছে। আর্থিক সঙ্গতি নির্বিশেষে সকল ছাত্র-ছাত্রীর জীবন থেকে যে সময় অযথা খসে পড়ছে তার মূল্যও কম নয়। প্রলম্বিত শিক্ষাজীবনের জন্য অনেকের চাকরির বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষিত তরুণ সমাজের মধ্যে দেখা দিচ্ছে হতাশা। ক্ষেত্রবিশেষে তারা বিপথে পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে অনির্ধারিত কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটাই স্বাভাবিক।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পিছিয়ে যাওয়া সেশন নিয়মিত করা প্রয়োজন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে লক্ষ্যে উদ্যোগও নিয়েছিলেন। এহেন পরিস্থিতিতে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় নতুন করে বন্ধ করে দেয়ার ফলে শিক্ষকরা পিছিয়ে যাওয়া সেশন নিয়মিত করার যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন তা ব্যাহত হবে।

ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সরকার পরিস্থিতিকে সহজতর করার লক্ষ্যে কিছুসংখ্যক রাজবন্দীর মুক্তিদানসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। কাজেই আমরা আশা করব, কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দিতে আর দেরী করবেন না।